প্রকাশকের কথা

ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক যাঁকে বর্তমান বিশ্ব ডা. জাকির নায়েক নামেই চেনে। পেশাগতভাবে ডাক্তার হলেও তিনি বর্তমান বিশ্বে ইসলামের একজন বড়োমাপের দা'ঈ (প্রচারক) হিসেবে পরিচিত। তিনি ভারতের নাগরিক এবং ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মোম্বাই-এর প্রতিষ্ঠাতা। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডা. নায়েক তাঁর প্রতিষ্ঠিত টি ভি চ্যানেল Peace TV-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি কুরআন, হাদীস, বাইবেল, গীতা, বেদ-পুরান, মহাভারতসহ বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ থেকে কম্পিউটারের মত তাৎক্ষণিক উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম। তিনি একজন সুবক্তা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হাজারো মানুষের সমাবেশে তিনি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করেন এবং অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত জবাব পেশের মাধ্যমে অমুসলিমসহ পৃথিবীর মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করায় উদ্বুদ্ধ করেন।

ডা. জাকির নায়েক একজন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত। তিনি ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম। তাঁর টিভি বক্তৃতা ও বিতর্কগুলো বাংলা ডাবিং করে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশের 'ইসলামিক টিভি'। তাঁর বক্তৃতার আওয়াজ কানে গেলেই লোকজন দাঁড়িয়ে যায় এবং ভাষণ শোনার জন্য ভীড় লেগে যায়। আগ্রহী এই মানুষের কাছে বাংলা ভাষায় পুস্তক আকারে ডা. জাকির নায়েকের বক্তৃতাগুলো সারা দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তাঁর রচিত Concept of God in Major Religions-এর বাংলা অনুবাদ 'বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা'।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের আগ্রহের কথা চিন্তা করে গ্রন্থখানি আমরা প্রকাশনায় হাত দেই। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন এবং তাঁদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিতে বইটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই বইয়ের মাধ্যমে যদি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাঠক লাভ করতে পারেন, তাহলে আমদের শ্রম সার্থক হবে মনে করবো।

নির্ভুল বই প্রকাশনা একটি কঠিন কাজ। পাঠকের নিকট বইটিতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন। আশা করি আমরা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেবো।

সূচীপত্র

◆ ভূমিকা ৫

◆ বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের প্রকার বা শ্রেণীকরণ ৭

ক. সেমিটিক ধর্মসমূহ ৭

খ. অসেমিটিক ধর্মসমূহ ৭

গ. আর্যশ্রেণীভুক্ত ধর্মসমূহ ৭

ঘ. অনার্য ধর্মসমূহ ৮

◆ কোন ধর্মে ঈশ্বরের প্রকৃত সংজ্ঞা ৮

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ৯

শিখ ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ১৬

জরাথ্রুষ্টীয় ধর্ম মতে ঈশ্বরের ধারণা ১৯

ইহূদী ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ২১

খৃষ্ট ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ২৩

ইসলামে আল্লাহর ধারণা ২৭

আল্লাহর গুণাবলী ৩৬

◆ সকল ধর্ম চূড়ান্ত বিচারে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ৪০

◆ তাওহীদ ৪১

◆ শিরক ৪৫

◆ উপসংহার ৪৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

আমাদের সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এক বিরাট সংখ্যক ধর্ম বিশ্বাস এবং নৈতিক মতবাদের উপস্থিতি বিদ্যমান। মানুষ যুগ যুগ ধরে সৃষ্টির রহস্য ও তার কারণ জানার জন্য চেষ্টা করে এসেছে এবং এই সৃষ্টির মাঝে তার নিজের অবস্থান জানার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে।

আর্নল্ড টয়েনবী (Arnold Toynbee) মানব জাতির বিভিন্ন যুগের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করে গবেষণালব্ধ ফলাফল তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থে ১০টি বিরাট ভলিউমে বিস্তারিত প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর ইতিহাস গবেষণায় দেখিয়েছেন যে মানব জাতির ইতিহাসের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে ধর্ম। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর The observer এ প্রকাশিত তাঁর এক নিবন্ধে তিনি বলেন, "আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে সৃষ্টির অস্তিত্বের রহস্যের চাবিকাঠি ধর্মের মাঝেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।"

অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে ধর্মের অর্থ হচ্ছে "এক অতি মানবিক নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা বা সত্তায় বিশ্বাস করা, যে সত্তা ঈশ্বর বা দেবতা হিসেবে আনুগত্য এবং উপাসনা পাওয়ার অধিকারী"।

পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্মের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একজন চিরন্তন ঈশ্বর বা সর্বক্ষমতা সম্পন্ন ঐশী সত্তায় বিশ্বাস করা, যিনি চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। সকল প্রধান ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বাস করে যে, তারা যে ঈশ্বরের ইবাদত-বন্দেগী বা উপাসনা করে, তিনি সেই একই ঈশ্বর যাঁর পূজা অর্চনা অন্য ধর্মাবলম্বীরাও করে। মার্কসবাদ, ফ্রয়েডীয়তত্ত্ব এবং অন্যান্য ধর্ম বহির্ভূত মতবাদ পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমূহের মূল বিশ্বাসে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরিণামে ধর্ম নির্মূলের এই সকল প্রচেষ্টা নিজেই এক সময় এক রকম ধর্ম বিশ্বাসের রূপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিজম প্রচারের সময় এমন ঐকান্তিকতা ও উৎসাহ সহকারে তা করা হয়েছিল যা ধর্ম প্রচারের মত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। কাজেই এ

বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের প্রকার বা শ্রেণীকরণ

বিশ্বের ধর্মসমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সেমিটিক ধর্ম এবং অসেমিটিক ধর্ম। অসেমিটিক ধর্মসমূহকে আবার আর্য ও অনার্য ধর্ম এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. সেমিটিক ধর্মসমূহ

সেমিটিক জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলোই সেমিটিক ধর্ম। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে নবী হযরত নূহ (আ)-এর এক পুত্র ছিলেন 'শেম'। তাঁর অধঃস্তন বংশধরেরা সেমিটিক জাতি-গোষ্ঠী নামে পরিচিত। এই সেমিটিক জাতি গোষ্ঠীভুক্ত অর্থাৎ ইহূদী, আরব, আসিরীয়, ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতিসমূহের মধ্যে যেসব ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছে সে ধর্মসমূহই সেমিটিক ধর্ম। প্রধান সেমিটিক ধর্ম হচ্ছে ইহূদী ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম এবং ইসলাম। এ সকল ধর্ম আল্লাহ প্রেরিত নবীদের দ্বারা প্রচারিত এবং নবীদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী।

খ. অসেমিটিক ধর্মসমূহ

অসেমিটিক ধর্মসমূহকে আর্য এবং অনার্য এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

গ. আর্য শ্রেণীভুক্ত ধর্মসমূহ

আর্যদের মধ্যে উৎপত্তি লাভকারী ধর্মসমূহ আর্য ধর্মের শ্রেণীভুক্ত। আর্যরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষীর অন্তর্গত একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী যারা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে (খৃষ্টপূর্ব ২০০০ হতে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে) ইরান হয়ে উত্তর ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

আর্য শ্রেণীভুক্ত ধর্মসমূহকে আবার বেদান্ত এবং অবেদান্ত ধর্ম (vedic and non-vedic) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। বেদান্ত ধর্মকে নাম দেয়া হয় হিন্দু বা ব্রাহ্মণ ধর্ম। আর অবেদান্ত ধর্মসমূহের মধ্যে আছে শিখ ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম প্রভৃতি। এই আর্য ধর্মসমূহ কোনটিই নবী ভিত্তিক নয়।

জরাথ্রুষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত জুরাথ্রুষ্ট্রবাদ বা জোরোষ্ট্রিয়ানিজম একটি আর্য শ্রেণীভুক্ত এবং অবেদান্ত ধর্ম। এটি হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। জুরাথ্রুষ্ট্র অনুসারীরা তাদের ধর্মকে নবী ধর্ম বলে দাবী করে।

ঘ. অনার্য ধর্মসমূহ

অনার্য ধর্মসমূহের উৎপত্তির উৎস বিভিন্ন। কনফুসীয় এবং তাও মতবাদের উৎস চীন, অন্যদিকে শিনতো মতবাদের (Shintoism) উৎস জাপান। অনার্য ধর্মসমূহের বেশির ভাগেরই আল্লাহ বা ঈশ্বর সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। এগুলোকে ধর্ম না বলে বরং নৈতিক বিশ্বাস আখ্যায়িত করাই ভাল।

কোন ধর্মে ঈশ্বরের প্রকৃত সংজ্ঞা

কোন ধর্মে ঈশ্বরের যে প্রকৃত ধারণা তা ঐ ধর্মের অনুসারীদের অনুসরণকৃত আচার-অনুষ্ঠান দেখেই সবসময় বিচার করা যায় না। অনেক ধর্মেরই বেশির ভাগ অনুসারী তাদের মূল ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত থাকে না। কাজেই যে কোন ধর্মে ঈশ্বরের সঠিক ধারণা পাওয়ার ক্ষেত্রে সে ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থসমূহকেই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এবার আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ধর্মসমূহের ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর বা খোদা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে সেসব ধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা জানার চেষ্টা করবো।

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

আর্য ধর্মসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট ধর্ম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। প্রকৃত পক্ষে হিন্দু একটি পারস্য শব্দ এবং হিন্দু শব্দ দ্বারা সিন্ধু উপত্যাকা এলাকার অধিবাসীদের বুঝানো হতো। বর্তমানে প্রচলিত অর্থে হিন্দু একটি সাধারণ ধর্মের নাম যার আওতায় অনেক শ্রেণীর ও অনেক বর্ণের বিভিন্ন বিশ্বাস আছে, যাদের অধিকাংশের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে বেদ, উপনিষদ এবং ভগবত গীতা।

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের সাধারণ ধারণা

হিন্দু ধর্ম সাধারণভাবে বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ হিন্দুই এ কথার সত্যতা স্বীকার করেন এবং অসংখ্য দেবতার অস্তিত্বের বিশ্বাসের মাধ্যমে এ স্বীকৃতি প্রকাশ করেন। কোন কোন হিন্দু ত্রয়ী ঈশ্বর তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। আবার অনেক হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তবে শিক্ষিত হিন্দু যারা তাদের ধর্মগ্রন্থ ভালভাবে অধ্যায়ন করেছেন তারা জোর দিয়ে বলেন যে একজন হিন্দুর উচিত একজনমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এবং তাঁর উপাসনা করা।

মুসলমানদের বিশ্বাস থেকে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার প্রার্থক্য হচ্ছে সাধারণ হিন্দুদের সর্বেশ্বর মতবাদে বিশ্বাস।

সর্বেশ্বর মতবাদ অস্তিত্ববান প্রত্যেক বস্তুকে, তা সে জীব হোক বা জড় হোক, পবিত্র এবং ঐশ্বরিক বলে বিবেচনা করে। সুতরাং হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র, পশু-প্রাণী এবং মানুষকে পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করে। সাধারণ হিন্দুদের মতে প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। বিপরীত পক্ষে, ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, মানুষ নিজে এবং তার চারপাশের সমস্ত কিছুই খোদার সৃষ্টি, তারা নিজেরা কোন খোদায়ী সত্তা নয়। সুতরাং মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক বস্তু খোদার সৃষ্টি। অন্য কথায় প্রত্যেক বস্তুই খোদার অধীন। গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র এবং এই মহাবিশ্বের যাবতীয় কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাধীন। সুতরাং খোদায়ী ধারণার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম বিশ্বাসের প্রধান পার্থক্য একটি বর্ণের (কিন্তু তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বিপরীত)। হিন্দুরা বলে প্রত্যেক বস্তুই খোদা, আর মুসলমানরা বলে "প্রত্যেক বস্তুই খোদার (অর্থাৎ খোদার সৃষ্টি ও মালিকানাধীন)।

পবিত্র কুরআন বলে,